|  |
| --- |
| **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ** |

**১.0 ভূমিকা**

টেকসই ও ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামোর পরিকল্পিত উন্নয়ন। অত্যাধুনিক ও সুপরিকল্পিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বাংলাদেশে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে ‘পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ’ খাতের অবদান যথাক্রেমে ৭.৪ শতাংশ ও ৭.৩ শতাংশ। তারই ধারাবাহিকতায় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের টেকসই উন্নয়ন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সাশ্রয়ী ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় প্রায় ২২,৪৭৬ কিলোমিটার জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হলে তা শিশু ও নারীদের প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ সহজতর হয়, জীবনযাত্রার মান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হলে একদিকে যেমন–জনসাধারণের নিরাপদ যাতায়াত সহজ হয়, পরিবহণ ব্যয় হ্রাস পায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, শিল্পায়নে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে তেমনিভাবে দারিদ্র্য হ্রাসসহ নারীদের উন্নয়নে, নারীদের অবস্থার পরিবর্তনে এবং সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের Allocation of business-এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কোনো কিছু উল্লেখ নেই। তবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে সড়ক অবকাঠামো সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণসহ শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ সহজীকরণ, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দরিদ্র ও নারীসহ সকলের জন্য সহজলভ্য সেবাপ্রদান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে সকল পর্যায়ের নারীর অংশগ্রহণ একদিকে যেমন–অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করছে অন্যদিকে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করছে। সড়ক নীতি নির্ধারণী দলিলসমূহ, যেমন–Revised Strategic Transport Plan (RSTP), জাতীয় স্থল পরিবহন নীতিমালা, জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যম ভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা (NIMTP), রোড মাস্টার প্লান ইত্যাদিতে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়াদি সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও এ বিভাগের কার্যক্রমে নারীবান্ধব পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্ট। সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা-২০৩০-এর আওতায় ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল বাস্তবায়নে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থায় ডিজিটাল কার্যক্রম প্রচলন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, যানজট নিরসন ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহতভাবে পরিচালনার ফলে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নত হওয়ায় নারীদের নিরাপদে ভ্রমণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সচিবালয়) | ১৮৪ | ১৪২ | ৪২ | ২২.৮ |
| সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) | ৪,৬২৮ | ৪,৩৭৬ | ২৫২ | ৫.৪ |
| বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ(বিআরটিএ) | ৭১০ | ৬৪৪ | ৬৬ | ৯.৩ |
| ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) | ৩৫৯ | ৩৪৯ | ১০ | ২.৮ |
| ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) | ১০৮ | ৯৮ | ১০ | ৯.৩ |
| বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) | ৩,৮৮৫ | ৩,৮০৩ | ৮২ | ২.১ |
| **মোট :** | **9,874** | **9,412** | **462** | **৪.৭** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

* জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন বিশেষত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংশ্লিষ্ট কাজে নারী শ্রমিকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে;
* দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরটিসি’র বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে ২০০৮-০৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর (জানুয়ারি/২০২৩) পর্যন্ত ৮,২৮৯ জন মহিলাসহ মোট ৯৮,৫৮১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ড্রাইভিং কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
* বিআরটিএ’র মাধ্যমে ২০১২ সাল হতে মহিলা গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক কর্তৃক দেশে আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। মার্চ/২০২৩ পর্যন্ত ৩৭,৩১৬ জন মহিলা গাড়িচালককে প্রশিক্ষণ শেষে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে 1,666 জন পেশাদার চালক রয়েছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ | জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন বিশেষত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত ধরনের কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করা হয়। এতে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, নারীরা স্বাবলম্বী হয়, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রামের নারীদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন সহজতর হয়। |
| সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণ | নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত হলে নারী ও শিশুদের ক্ষতির পরিমাণ কমে যায়। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে জনসচেনতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এতে নারী ও শিশুদের অসচেতনভাবে সংঘটিত দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির পরিমাণ কমে যাবে। |
| ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ | মোটরযান ব্যবস্হাপনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় নারীরা ICT সেন্টার পরিচালনার পাশাপাশি পরিবহণ সেক্টরে অংশগ্রহণ করতে পারবে ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। |
| অত্যাধুনিক গণপরিবহণ হিসেবে Mass Rapid Transit বা মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ | মেট্রোরেলে নারীদের জন্য সংরক্ষিত কম্পার্টমেন্ট রয়েছে। এতে নারীরা সহজ ও নিরাপদে কর্মক্ষেত্রে ও প্রত্যাশিত স্থানে দ্রুততম সময়ের মধ্যে যাতায়াত করতে পারবে। নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। |

**6.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় চলমান প্রকল্পসহ সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক নির্মাণ ও চার লেনে উন্নীতকরণ, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে সড়ক নেটওয়ার্ক দেশের সকল অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে নারীরা সহজে ও নিরাপদে এবং দ্রুত বিভিন্ন স্থানে তথা কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করতে পারছে, প্রয়োজনীয় সরকারি-বেসরকারি সেবা গ্রহণ ও প্রদান করতে পারছে। এ বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহে পরামর্শক সেবা খাতে নারী বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘জেন্ডার এক্সপার্ট/জেন্ডার এন্ড জেন্ডার-বেইজড ভায়োলেন্স এক্সপার্ট’ নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে। কর্মজীবী মহিলাসহ অন্যান্য মহিলা যাত্রীদের নিরাপদে যাতায়াতের জন্য ঢাকা মহানগরীতে ৬টি রুটে ৬টি বাস মহিলা বাস সার্ভিস হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বাসগুলো লোকসানে পরিচালিত হলেও বিআরটিসি কর্মজীবী নারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে সার্ভিসটি অব্যাহত রেখেছে।

বিআরটিসি’র প্রতিটি বাসে মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণ করা আছে। সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের বসার নিশ্চয়তা বিধানে বিআরটিসি বাসের কর্তব্যরত চালক, কন্ডাক্টর ও হেলপারদের কঠোর নির্দেশনা দেয়া আছে। বিআরটিসি ৪টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ২০টি ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে ১৪,৬২৩ জন নারীকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য, বিআরটিসি কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণে নারীদের জন্য ১০ শতাংশ ছাড় রয়েছে। তাছাড়া মার্চ/২০১৮ হতে বিআরটিসি-SEIP-এর আওতায় ‘মোটরযান ড্রাইভিং ও রক্ষণাবেক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এ যাবৎ বিনামূল্যে ১,৭১৯ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ডিএমটিসিএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যালয়সমূহে নারী কর্মচারী নিয়োগ ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরই ধারাবহিকতায় দেশের ইতিহাসের প্রথম মেট্রোরেলের চালক হিসেবে দুইজন নারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মেট্রোরেলে নারীদের জন্য কম্পার্টমেন্ট সংরক্ষণসহ গর্ভবতী মহিলা ও বয়স্ক যাত্রীগণের জন্য মেট্রো ট্রেনে আসন সংরক্ষণ, মেট্রো স্টেশনগুলোতে মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগারের সংস্থান এবং শিশুদের ডায়াপার পরিবর্তনের সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে।

**7.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* ঢাকা মহানগরীতে নারী যাত্রীদের সংখ্যা বিবেচনায় বিআরটিসি বাসের সংখ্যা অপ্রতুল। এ কারণে নারীদের যাতায়াতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়;
* তাছাড়া বিআরটিসি ও অন্যান্য বাস সার্ভিসের মধ্যে নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৫টি। তবে বাস্তবে এসব আসন কখনই সংরক্ষিত রাখা সম্ভব হয় না;
* নারীদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের বিষয়ে বিআরটিএ কর্তৃক এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি; এবং
* বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ ২০ ভাগ নিশ্চিতকরণের কথা বলা হলেও মাঠ পর্যায়ে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ ও মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে।

**8.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* এসডিজি ২০৩০-এর অভীষ্ট- ১১-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সুলভ ও টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থায় সকলের, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ;
* সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি করা এবং নারীর প্রতি মজুরি বৈষম্য দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
* অধিক সংখ্যক নারীদেরকে দক্ষ গাড়িচালক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা;
* বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশ ও কোম্পানির মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতিতে ‘ঢাকা নগর পরিবহন’ শীর্ষক বাস সার্ভিস পরিচালনায় সুনির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ মহিলা বাস সার্ভিস চালু করা;
* হাইওয়েতে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক টয়লেট/ওয়াশরুম এবং শিশুযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা; এবং
* সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা-২০৩০-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন মেট্রোরেলসমূহে নারী উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচির সফলতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা এবং পরিধি বৃদ্ধি করা।